স্বাস্থ্য সেবায় হোমিওপ্যাথি- প্রেক্ষাপট ও করনীয়

ডা: মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিল

প্রেক্ষাপট :

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থা এ উপমহাদেশে আবির্ভূত হয় ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ডা: জন মার্টিন হোনিগবার্গারের আগমনে। তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের পাঞ্জাবের শাসনকর্তা রঞ্জিত সিংহের 'ভোকাল কর্ডের প্যারালাইসিস ও ইডেমা' চিকিৎসা করেন। ডা: হোনিগবার্গার পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা শহরে কিছুকাল চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। সেই থেকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পেশায় ক্রমান্বয়ে আমাদের দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। নিরাপদ, সুলভ, স্বল্পমূল্য, পার্শ্ব পতিক্রিয়াহীন ও গ্রহণযোগ্য কার্যকারিতার কারণে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের ন্যায় উন্নয়শীল দেশে বিশেষ অবদান রেখে আসছে। ক্রমান্বয়ে সাধারণ মানুষসহ প্রচলিত ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ধারার চিকিৎসাগণও এ চিকিৎসা পেশার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এ উপমহাদেশের বাহিরেও বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিশেষ করে উন্নত দেশ সমূহেও এর বিস্তৃতি লাভ করেছে।

বাংলাদেশের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত তথ্য বিবরণী:

(১) বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে।

(২) বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড বিলুপ্ত হয়ে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয় ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে।

(৩) বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৮৯ খিস্টাব্দ।

(৪) **হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা কোর্স ২টি :**

(ক) ব্যাচেলর অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারি (BHMS) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভূক্ত এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

কোর্সের মেয়াদ-৫ বছর একাডেমিক শিক্ষা এবং ১ (এক) বছর ইন্টার্নশীপ।

(খ) ডিপ্লোমা-ইন-হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারি (DHMS) বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিলের অধিভূক্ত এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

কোর্সের মেয়াদ ৪(চার) বছর একাডেমিক শিক্ষা এবং ৬ (ছয়) মাস ব্যপি ইন্টার্নীশীপ।

(৫) (BHMS) কোর্স চালু রয়েছে - ২টি কলেজে :

(ক) সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, মিরপুর, ঢাকা।

(খ) বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, টয়নবি সার্কুলার রোড, ঢাকা।

(৬) (DHMS) কোর্স চালু রয়েছে-৬৬টি বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসাপাতাল। দেশের প্রায় প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন জেলায় কলেজগুলো প্রতিষ্ঠিত ।

(৭) বর্তমান বিএইচএমএস রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় ১(এক) হাজার ৮০০ (আট শত) জন।
রেজিষ্ট্রেশন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান -পূর্বে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং বর্তমানে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিল।

(৮) বর্তমানে ডিএইচএমএস রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকদের সংখ্যা প্রায় ৫০ (পঁঞ্চাশ) হাজার জন।
রেজিষ্ট্রেশন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান- বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিল।

(৯) এ পর্যন্ত সরকারিভাবে দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলা হাসপাতালে নিয়োগপ্রাপ্ত হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল অফিসারের সংখ্যা- ৯৩ জন। নিয়োগের সন- ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ ও ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

(১০) ঢাকাস্থ মিরপুর-১৪ তে অবস্থিত সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালটিতে রোগীর বেড সংখ্যা-১০০টি।

চলমান পাতা -২

(১১) সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বহির্বিভাগে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৩০০-৫০০ জন রোগীর চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়।

(১২) ঢাকাস্থ বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ২০০-৩০০ জন রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

(১৩) ৬৬টি বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতালের বর্হিবিভাগে গড়ে প্রতি মাসে প্রায় ১৫,০০০ (পনের হাজার) জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

(১৪) ঢাকার সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে সরকারী পর্যায়ে দেশের একমাত্র হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ সেন্টার ইউনিট, প্রোডাকশন ইউনিট ও জাদুঘরসহ অফিসার্স কোয়ার্টার, ছাত্র ও ছাত্রী নিবাস নির্মিত হয়েছে।

(১৫) বাংলাদেশে উৎপাদিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৫০ (পঁঞ্চাশ) টি।

(১৬) বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিল পরিচালিত দাতব্য হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল সেন্টারের সংখ্যা বর্তমানে ৬টি ভবিষ্যতে এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। যেখানে, প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০০ (দুইশত) জন রোগী চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

তাছাড়াও, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক দেশের বিভিন্ন জেলায় হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসা কার্যক্রম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক একটি বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ পরিচালনাসহ কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা পরিচালিত হচ্ছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান "আহছানীয়া মিশন ও হোমিওপ্যাথিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ" সহ অনেক প্রতিষ্ঠান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যার মাধ্যমে দেশের জনগণ স্বল্প মূল্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে।

সরকার ও কাউন্সিল কর্তৃক সম্পাদিত হোমিওপ্যাথির উন্নয়ন ও কার্যক্রম সমূহ :

(১) জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসদেরকে মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিয়োগ প্রদান।

(২) বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত শিক্ষক, চিকিৎসক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতন ভাতা/বেনিফিট প্রদানের ব্যবস্থা সহ নির্দিষ্ট খাতে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা।

(৩) ১০(দশ)টি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অবকাঠামো উন্নয়ন/একাডেমিক ভবন নির্মানের জন্য ৫০ (পঁঞ্চাশ) লক্ষ টাকা করে মোট ৫(পাঁচ) কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ প্রদান।

(৪) সরকারি ও বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসা শিক্ষা সামগ্রী ক্রয় ও প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজের জন্য বিশেষ বরাদ্দ প্রদান।

(৫) বাংলাদেশ হোমিওপাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ইনডোর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষ বরাদ্দ প্রদান।

(৬) সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ক্যাম্পাসে স্থাপিত ছাত্রাবাস ও ডাঃ হ্যানিম্যান রিসার্চ সেন্টার ভবনের নির্মান ও শুভ-উদ্বোধন।

(৭) দেশের কয়েকটি জেলায় ভৌগলিক দিক ও চিকিৎসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নিয়ে বেসরকারি পর্যায়ে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, কাউন্সিল ও সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি ও অনুমোদন প্রদান।

(৮) দেশের বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিলের অধীনে পরিচালিত দাতব্য হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল সেন্টার বা দাতব্য চিকিৎসা সেবা প্রকল্পে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান।

চলমান পাতা -৩

(৯) জাতীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মানের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান।

(১০) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়ন, প্রশিক্ষন ও হোমিওপ্যাথিক সফ্টওয়ার জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগ ও কলেজ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন করা।

(১১) বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমূহের শিক্ষা ও চিকিৎসার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ সহ শিক্ষক ও চিকিৎসক নিয়োগের ব্যবস্থা করা ও কম্পিউটার বিতরণ।

(১২) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সমঝতা স্বাক্ষর সম্পাদন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

বাংলাদেশে হোমিওপ্যাথির উন্নয়নে করনীয় :

জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি এবং সার্বজনিন চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক নিম্মোক্ত বিষয় সমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

(১) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য বাজেটের নূন্যতম ৩০% হোমিওপ্যাথির জন্য বরাদ্দ রাখা।

(২) বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিলের অনুকুলে সরকার কর্তৃক নিয়মিত বার্ষিক অনুদানের পরিমাণ নুন্যতম ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা বরাদ্ধ করা।

(৩) জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে বিএইচএমএস (ডিগ্রী) ও ডিএইচএমএস (ডিপ্লোমা) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের যথাক্রমে মেডিকেল অফিসার ও সহকারী মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ পদ সৃষ্টি করা।

(৪) সরকার ও কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সমূহকে এমপিওভূক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও অবকাঠামো উন্নয়ন সাধন করা।

(৫) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সমূহে কর্মরত শিক্ষক, চিকিৎসক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক শতভাগ বেতন ভাতা/বেনিফিট প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

(৬) বিভাগীয় শহরে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ সমূহকে সরকারি করণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(৭) হোমিওপ্যাথিক অপচিকিৎসা ও অপপ্রচার প্রতিরোধে কাউন্সিল কর্তৃক প্রস্তাবিত নীতিমালাসহ কোড-অব ইথিক্স প্রণয়ন ও জরুরী ভিত্তিতে অনুমোদনের ব্যবস্থা করা।

(৮) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চতর কোর্স পদ্ধতি চালু করা, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হোমিওপ্যাথিক ফ্যাকাল্টি চালু করা এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োজনীয় ভেষজ উদ্যান স্থাপন করা।

(৯) হোমিওপ্যাথিক শিক্ষক/চিকিৎসকদের উন্নতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের লক্ষ্যে দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা।

(১০) ডিএইচএমএস (ডিপ্লোমা) শিক্ষকদেরকে বিশেষ বিবেচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চতর বিএইচএমএস (ডিগ্রী) কোর্সে অধ্যায়নের সুযোগ প্রদান করা।